৪.৩ দশম মহাসচিব

গুতেরেসের মেয়াদ শেষ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬; নতুন মহাসচিব দায়িত্ব নেবেন ১ জানুয়ারি ২০২৭। প্রার্থীরা সাধারণ পরিষদে প্রকাশ্য সংলাপে অংশ নেন (এপ্রিল ও জুলাই ২০২৬)। নিরাপত্তা পরিষদ জুলাই থেকে গোপন "স্ট্র পোল" ভোটে বাছাই করছে, শেষটি (অষ্টম) ৫ নভেম্বর ২০২৬; এখনো কাউকে সুপারিশ করেনি (১০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের পর সাধারণ পরিষদ নিয়োগ দেবে।

৪.৪ জাতিসংঘ ব্যবস্থার অন্য শীর্ষ পদ

সব সংস্থার প্রধানের পদের নাম এক নয়, আর প্রশ্ন আসে পদের নাম ধরেই:

কোন সংস্থার প্রধানকে কী বলে

পদের নাম	কোন সংস্থা
প্রশাসক	UNDP [৩৬ প্রিলি]
হাইকমিশনার	UNHCR, OHCHR
নির্বাহী পরিচালক	UNICEF, WFP, UNEP, UNFPA
মহাপরিচালক	WHO, UNESCO, FAO, ILO, IAEA
মহাসচিব	UNCTAD, ITU, WMO

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

১৫তম বিসিএস: জাতিসংঘের চারজন মহাসচিবের নাম লিখুন।

- ওপরের ছক থেকে যেকোনো চারজন, দেশসহ। নিরাপদ বাছাই: প্রথম (ট্রিগভে লি), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের (উ থান্ট), আফ্রিকা থেকে প্রথম (বুট্রোস বুট্রোস-ঘালি), এখনকার (গুতেরেস)।

১০ম বিসিএস: জন্মলগ্ন থেকে প্রত্যেক মহাসচিবের নাম ও মেয়াদ।

- ওপরের ছক, ক্রম ধরে নয়জন, দেশ আর মেয়াদসহ।
- শেষে এক লাইনে দশম মহাসচিবের বাছাইয়ের অবস্থা, সময়-চিহ্ন দিয়ে।

তথ্যসূত্র: জাতিসংঘ সনদ, ধারা ৭, ৯৭, ৯৯, ১০০; সাধারণ পরিষদের ১৯৪৬ সালের প্রস্তাব (মহাসচিব নিয়োগ); নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ১১২১ (১৯৯৭); nobelprize.org।

অনুচ্ছেদ ৫

আন্তর্জাতিক আদালত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ

ICJ, ECOSOC and Trusteeship Council

> মে ২০১৮, ঢাকায় OIC-র পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের আগে এক প্রতিনিধিদল কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবির ঘুরে দেখে। দলে ছিলেন গাম্বিয়ার তখনকার অ্যাটর্নি জেনারেল ও বিচারমন্ত্রী আবুবকর তামবাদু; রুয়ান্ডার গণহত্যার বিচারে কৌঁসুলি হিসেবে কাজ করা এই আইনজীবী শিবিরের বর্ণনা শুনে বলেন, এ যেন রুয়ান্ডার পুনরাবৃত্তি। তাঁর উদ্যোগে, OIC-র সমর্থনে, ১১ নভেম্বর ২০১৯ মিয়ানমারের বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করে **গাম্বিয়া** [৪১ প্রিলি]। সেই মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণার দিন ঠিক হয়েছে ১৯ নভেম্বর ২০২৬, আর এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল চলে না।

এক নজরে

ICJ বিচারক **১৫**	বিচারকের মেয়াদ **৯ বছর**
সভাপতির মেয়াদ **৩ বছর**	আসন **হেগ**
ECOSOC সদস্য **৫৪**	

আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice): জাতিসংঘের প্রধান বিচারিক অঙ্গ (ধারা ৯২-৯৬); দুই রাষ্ট্রের বিরোধ মেটানোর জন্য জাতিসংঘের নিজের আদালত। আদালতের সংবিধি সনদেরই অংশ।

৫.১ আন্তর্জাতিক আদালত

ICJ-র মূল তথ্য:

- আসন: নেদারল্যান্ডসের **হেগ**, শান্তি প্রাসাদ (Peace Palace) [৩৪ প্রিলি]
- বিচারক: **১৫ জন**, এক দেশের একাধিক নয় [২৫ রিটেন]
- বিচারকের মেয়াদ: **৯ বছর** [৪৪ প্রিলি]
- নির্বাচন: প্রতি ৩ বছরে এক-তৃতীয়াংশ আসনে
- কে নির্বাচন করে: সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ আলাদা ভোটে, দুই জায়গায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা
- সভাপতির মেয়াদ: **৩ বছর**, বিচারকদের ভোটে [৪৬ প্রিলি]
- সভাপতি এখন: জাপানের ইউজি ইওয়াসাওয়া, মার্চ ২০২৫ থেকে (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)

লীগ অব নেশনসের আমলে এর জায়গায় ছিল স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (১৯২২)। ছয় প্রধান অঙ্গের মধ্যে আন্তর্জাতিক আদালতই একমাত্র, যেটি নিউইয়র্কে নয়।

আন্তর্জাতিক আদালত রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিরোধ মেটায়, ব্যক্তির বিচার করে না; মামলা আনতে পারে শুধু রাষ্ট্র। এর বাইরে জাতিসংঘের অঙ্গ ও সংস্থা চাইলে আদালত উপদেশমূলক মতামত দেয়। ধারা ৯৪ অনুযায়ী রায় মানতে পক্ষ বাধ্য, না মানলে বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে যায়।

৫.২ রোহিঙ্গা মামলা: গাম্বিয়া বনাম মিয়ানমার

গাম্বিয়া মামলা করে ১৯৪৮ সালের গণহত্যা কনভেনশনের আওতায়: কনভেনশনে সই করা যেকোনো দেশ অন্য সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা আনতে পারে, নিজে ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও। ২০২০ সালের অন্তর্বর্তী আদেশে আদালত সর্বসম্মতভাবে মিয়ানমারকে **৪টি** ব্যবস্থা নিতে বলে [৪১ প্রিলি], যার মূল কথা রোহিঙ্গাদের গণহত্যা থেকে রক্ষা আর প্রমাণ নষ্ট না করা।

গাম্বিয়া বনাম মিয়ানমার: মামলা যেভাবে এগোল

সাল	ঘটনা
২০১৮	মে মাসে ঢাকায় OIC পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন; তামবাদু রোহিঙ্গা শিবির দেখেন
২০১৯	১১ নভেম্বর গাম্বিয়ার মামলা, গণহত্যা কনভেনশনের আওতায়
২০২০	২৩ জানুয়ারি অন্তর্বর্তী আদেশ: ৪টি ব্যবস্থা
২০২২	২২ জুলাই মিয়ানমারের প্রাথমিক আপত্তি খারিজ, মামলা চলবে
২০২৬	মূল শুনানি ১২-২৯ জানুয়ারি; চূড়ান্ত রায় **১৯ নভেম্বর ২০২৬**

হালনাগাদ: নভেম্বর ২০২৬

হেগে আরও দুটি আদালত আছে, যেগুলো জাতিসংঘের অঙ্গ নয়: রোম সংবিধির ফলে প্রতিষ্ঠিত **আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)** [৪৭ প্রিলি] আর **স্থায়ী সালিশি আদালত** [২৪ প্রিলি]।

পরীক্ষায় যা এসেছে

রোম সংবিধির ফলে প্রতিষ্ঠিত
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)
[৪৭ প্রিলি] → পৃ. ১৫

আদালতের সভাপতির মেয়াদ
৩ বছর
[৪৬ প্রিলি] → পৃ. ১৫

বিচারকের মেয়াদ
৯ বছর
[৪৪ প্রিলি] → পৃ. ১৫

রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলার বাদী
গাম্বিয়া
[৪১ প্রিলি] → পৃ. ১৫

অন্তর্বর্তী আদেশে ব্যবস্থা
৪টি
[৪১ প্রিলি] → পৃ. ১৫

আন্তর্জাতিক আদালত কোথায়
হেগ
[৩৪ ও ২৪ প্রিলি] → পৃ. ১৫

মনে রাখুন

- বিচারকের মেয়াদ ৯ বছর, সভাপতির ৩ বছর।
- গাম্বিয়ার মামলা দুই রাষ্ট্রের বিরোধ, তাই ICJ-তে, ICC-তে নয়।
- অছি পরিষদ বিলুপ্ত নয়, কাজ স্থগিত।
- সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল হামবুর্গে, হেগে নয়।

হেগের তিন আদালত: কার বিচার, জাতিসংঘের অঙ্গ কি না

বিষয়	ICJ	ICC	স্থায়ী সালিশি আদালত
কবে	১৯৪৫ (আগের রূপ ১৯২২)	রোম সংবিধি ১৯৯৮, কার্যকর ২০০২	১৮৯৯
কার বিচার	**রাষ্ট্রের** বিরোধ	**ব্যক্তির** অপরাধ: গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, আগ্রাসন	রাষ্ট্রের সালিশি মীমাংসা
জাতিসংঘের অঙ্গ	**হ্যাঁ**	না, আলাদা চুক্তি-সংস্থা	না

৫.৩ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)

ECOSOC-এর তিন প্রধান কাজ (সনদের অধ্যায় ১০):

- অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আর স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ
- বিশেষায়িত সংস্থাগুলোর কাজের সমন্বয়
- বেসরকারি সংস্থাকে (NGO) পরামর্শক মর্যাদা দেওয়া

সদস্য **৫৪টি** দেশ, মেয়াদ ৩ বছর; প্রতি বছর ১৮টি আসনে সাধারণ পরিষদ নির্বাচন করে। বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে ECOSOC-এর সদস্য ছিল ২০১০-১২ আর ২০২০-২২ মেয়াদে, আর এখন আছে **২০২৫-২৭** মেয়াদে।

৫.৪ অছি পরিষদ (Trusteeship Council)

উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতার পথে থাকা ১১টি অছি অঞ্চল দেখাশোনার জন্য অছি পরিষদ গড়া হয় (সনদের অধ্যায় ১৩)। শেষ অছি অঞ্চল পালাউ স্বাধীন হয় ১ অক্টোবর ১৯৯৪, আর ১ নভেম্বর ১৯৯৪ পরিষদ কাজ স্থগিত করে। এখন এর সদস্য শুধু পাঁচ স্থায়ী সদস্য, দরকার হলে বসে।

কুষ্টিয়ায় জন্ম (১৮৮৬) বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর টোকিওর যুদ্ধাপরাধ বিচারে (১৯৪৬-৪৮) ভারতের বিচারক ছিলেন। ১১ বিচারকের মধ্যে তিনিই একমাত্র সব জাপানি অভিযুক্তকে নির্দোষ বলে ভিন্নমত দেন; জাপানে আজও তাঁর স্মারক আছে। পরে তিনি জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আইন কমিশনের সদস্য (১৯৫২-৬৬) ছিলেন; ICJ-র বিচারক ছিলেন না।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

৩৪তম বিসিএস: সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের কাজ ও সদর দপ্তর।

- জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন (১৯৮২) নিয়ে দেশগুলোর বিরোধ মেটায়; বসে জার্মানির হামবুর্গে।
- বাংলাদেশের উদাহরণ অবশ্যই দিন: ১৪ মার্চ ২০১২ বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমার রায়।
- এক লাইনে পার্থক্য: ICJ সব ধরনের রাষ্ট্রীয় বিরোধ দেখে, ট্রাইব্যুনাল শুধু সমুদ্র আইনের।

৩১তম বিসিএস: টীকা: আন্তর্জাতিক বিচার আদালত।

- সংজ্ঞা আর আসন (হেগ), তারপর ওপরের মূল তথ্যগুলো: ১৫ বিচারক, ৯ বছর, নির্বাচনের পদ্ধতি।
- দুই ধরনের কাজ: রাষ্ট্রের বিরোধের রায়, আর উপদেশমূলক মতামত।
- রায় মানার বাধ্যবাধকতা (ধারা ৯৪); শেষে গাম্বিয়া বনাম মিয়ানমার মামলা এক-দুই বাক্যে।

২৫তম বিসিএস: আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর ও বিচারকসংখ্যা।

- হেগ (নেদারল্যান্ডস), শান্তি প্রাসাদে; বিচারক ১৫ জন।

তথ্যসূত্র: জাতিসংঘ সনদ, অধ্যায় ১০, ১৩, ১৪; আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধি; রোম সংবিধি (১৯৯৮); গাম্বিয়া বনাম মিয়ানমার মামলার আদেশ (২০২০, ২০২২); বাংলাদেশ মিশনের বিজ্ঞপ্তি (ECOSOC নির্বাচন)।

অনুচ্ছেদ ৬

শান্তিরক্ষা মিশন ও বাংলাদেশ

UN Peacekeeping and Bangladesh

> ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫, সুদানের দক্ষিণ কর্দোফান রাজ্যের কাদুগলি। সুদান আর দক্ষিণ সুদানের বিরোধপূর্ণ আবিয়েই অঞ্চল পাহারা দেয় জাতিসংঘ অন্তর্বর্তী নিরাপত্তা বাহিনী (UNISFA); কাদুগলিতে তাদের রসদ-ঘাঁটিতে ড্রোন হামলায় নিহত হন ছয় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী। সুদানের সেনাবাহিনী আর আধাসামরিক বাহিনী RSF-এর গৃহযুদ্ধ তখন এই অঞ্চলেও ছড়িয়েছে। ৫ জুন ২০২৬ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ তাঁদের মরণোত্তর হ্যামারশোল্ড পদক দেয়, সেদিন ৩৩ দেশের মোট ৬৮ জনের সঙ্গে। ১৯৮৮ সাল থেকে এই নীল হেলমেটই জাতিসংঘে বাংলাদেশের সবচেয়ে চেনা পরিচয়, আর তার দামও দিতে হয়েছে প্রাণ দিয়ে।

শান্তিরক্ষা (Peacekeeping): নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদনে, সংঘাতের পক্ষগুলোর সম্মতিতে, সংঘাতের এলাকায় জাতিসংঘের সেনা ও পুলিশ পাঠানো, যাতে যুদ্ধ থামার পর শান্তি আবার ভেঙে না পড়ে।

৬.১ কীভাবে কাজ করে

কেন হয়: সনদে "শান্তিরক্ষা" শব্দটিই নেই। সনদে আছে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা (অধ্যায় ৬) আর বলপ্রয়োগ (অধ্যায় ৭); যুদ্ধবিরতি পাহারা দেওয়ার মতো মাঝামাঝি কাজের বিধান নেই। বাস্তবের প্রয়োজনে সেই মাঝের ফাঁকেই শান্তিরক্ষা গড়ে ওঠে, তাই দাগ হ্যামারশোল্ড একে বলতেন "অধ্যায় সাড়ে ছয়"।

মিশন অনুমোদন করে নিরাপত্তা পরিষদ, আর মিশন চলে তিন মূলনীতিতে:

- সংঘাতের পক্ষগুলোর সম্মতি
- নিরপেক্ষতা
- আত্মরক্ষা ও ম্যান্ডেট রক্ষা ছাড়া বলপ্রয়োগ নয়

শান্তিরক্ষীরা "নীল হেলমেট" (Blue Helmets) নামে পরিচিত। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস **২৯ মে**; ১৯৪৮ সালের এই দিনে প্রথম মিশন UNTSO কাজ শুরু করে। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী নোবেল শান্তি পুরস্কার পায়।

এক নজরে

প্রথম মিশন **UNTSO, ১৯৪৮**	প্রথম সশস্ত্র **UNEF, ১৯৫৬**
নোবেল **১৯৮৮**	শান্তিরক্ষী দিবস **২৯ মে**
বাংলাদেশ **১৯৮৮ থেকে**	বাংলাদেশ এখন **চতুর্থ (মে ২০২৬)**

পরীক্ষায় যা এসেছে

বিশ্বের প্রথম শান্তিরক্ষা মিশন
UNTSO
[৪৯ প্রিলি]

বাংলাদেশ শান্তিরক্ষায় যে সাল থেকে
১৯৮৮
[৩১ প্রিলি] → পৃ. ১৮

মনে রাখুন

- প্রথম মিশন UNTSO (১৯৪৮, নিরস্ত্র); প্রথম সশস্ত্র UNEF (১৯৫৬)।
- বাংলাদেশ: ১৯৮৮, UNIIMOG।
- শান্তিরক্ষী দিবস ২৯ মে; নোবেল ১৯৮৮।

৬.২ দুই "প্রথম"

প্রথম মিশন আর প্রথম সশস্ত্র বাহিনী আলাদা, দুটোই গুলিয়ে যায়

বিষয়	UNTSO [৪৯ প্রিলি]	UNEF
সাল	**১৯৪৮**	**১৯৫৬**
কোথায়	মধ্যপ্রাচ্য, আরব-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি	মিসর, সুয়েজ সংকটের পর
কারা	**নিরস্ত্র পর্যবেক্ষক**	**সশস্ত্র বাহিনী**
পরিচয়	প্রথম শান্তিরক্ষা মিশন	প্রথম সশস্ত্র শান্তিরক্ষী বাহিনী

২০২৫ সালে চলমান শান্তিরক্ষা মিশন ছিল ১১টি, বেশির ভাগ আফ্রিকায়। যুক্তরাষ্ট্রসহ বড় দাতারা চাঁদা কমানোয় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাজেটে ঘাটতি পড়েছে, তাই মিশন আর শান্তিরক্ষীর সংখ্যা দুটোই কমছে; লেবাননের মিশন UNIFIL-এর শেষ মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।

৬.৩ বাংলাদেশের নীল হেলমেট

বাংলাদেশ শান্তিরক্ষায় যায় **১৯৮৮** সালে, ইরান-ইরাক সীমান্তের সামরিক পর্যবেক্ষক দল UNIIMOG-এ [৩১ প্রিলি]; পরের বছর, ১৯৮৯ সালে, নামিবিয়ার UNTAG-এ। তারপর একে একে যোগ দেয় অন্য বাহিনী:

শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের যাত্রা

সাল	ঘটনা
১৯৮৮	সেনাবাহিনী, ১৫ জন সামরিক পর্যবেক্ষক, UNIIMOG (ইরান-ইরাক)
১৯৮৯	পুলিশ, UNTAG (নামিবিয়া)
১৯৯৩	নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী; বিমানবাহিনী বসনিয়া-হার্জেগোভিনায়
২০০০	প্রথম নারী শান্তিরক্ষী, পুলিশ থেকে
২০০৩	২৫ ডিসেম্বর বেনিনের কোতোনুতে বিমান দুর্ঘটনায় ছুটিতে দেশে ফেরার পথে ১৫ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী নিহত (সিয়েরা লিওন আর লাইবেরিয়া মিশনের)
২০০৫	অক্টোবরে প্রথমবার সৈন্য পাঠানোয় বিশ্বে **শীর্ষ**
২০১০	প্রথম পুরো নারী পুলিশ ইউনিট (FPU), হাইতিতে
২০২৫	১৩ ডিসেম্বর কাদুগলিতে ড্রোন হামলায় ৬ জন নিহত

হালনাগাদ: নভেম্বর ২০২৬

২০০৫-এর পর ২০১১, ২০১৪, ২০১৫ আর ২০২০-২০২৩ সালেও বাংলাদেশ সৈন্য পাঠানোয় প্রথম ছিল। মে ২০২৬-এ জাতিসংঘের হিসাবে বাংলাদেশ চতুর্থ, নারী ২৭৭ জনসহ চার হাজারের বেশি সেনা ও পুলিশ মিশনে।

হ্যামারশোল্ড পদক চালু হয় ২২ জুলাই ১৯৯৭ (নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ১১২১); প্রতি বছর ২৯ মে-র অনুষ্ঠানে আগের বছরের শহিদদের দেওয়া হয়।

শান্তিরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মিশন (সব নয়)

মিশন	সাল ও স্থান	কেন মনে রাখবেন
UNTSO	১৯৪৮, মধ্যপ্রাচ্য	প্রথম মিশন
UNEF	১৯৫৬, মিসর	প্রথম সশস্ত্র বাহিনী
UNIIMOG	১৯৮৮, ইরান-ইরাক সীমান্ত	বাংলাদেশের প্রথম মিশন
UNIFIL	১৯৭৮ থেকে, লেবানন	শেষ মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৬
UNISFA	২০১১ থেকে, আবিয়েই (সুদান-দক্ষিণ সুদান)	কাদুগলি হামলা, ২০২৫

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

৪১তম বিসিএস: জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা (১০ নম্বর)।

- ভূমিকায় শান্তিরক্ষা কী আর তিন মূলনীতি, দুই-তিন বাক্যে।
- তারপর ওপরের টাইমলাইন ধরে ১৯৮৮ থেকে যাত্রা: প্রথম মিশন, কবে কবে শীর্ষে, নারী শান্তিরক্ষী।
- কাজের ধরন উদাহরণসহ: সংঘাত এলাকায় টহল, বেসামরিক মানুষ রক্ষা, প্রকৌশল আর চিকিৎসা সেবা।
- ত্যাগ: বেনিন (২০০৩), কাদুগলি (২০২৫), হ্যামারশোল্ড পদক।
- শেষে লাভ (ভাবমূর্তি, বৈদেশিক মুদ্রা, পেশাদারি) আর চ্যালেঞ্জ (বাজেট সংকটে মিশন কমা, ঝুঁকি)।

৩৮তম বিসিএস: শান্তিরক্ষা বলতে কী বোঝায় (৪ নম্বর)?

- সংজ্ঞা (ওপরের ঘর থেকে) আর তিন মূলনীতি।
- সনদে শব্দটি নেই, অধ্যায় ৬ আর ৭-এর মাঝামাঝি: "অধ্যায় সাড়ে ছয়"।
- উদাহরণ: প্রথম মিশন UNTSO (১৯৪৮), প্রথম সশস্ত্র UNEF (১৯৫৬)।

৩৬তম বিসিএস: শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ (৯ নম্বর)।

- ৪১তম-র কাঠামোই, তবে সেনা ছাড়াও নৌ, বিমানবাহিনী আর পুলিশের কথা টাইমলাইন থেকে।
- নারী পুলিশ ইউনিট (২০১০, হাইতি) আলাদা অনুচ্ছেদে।
- এখনকার অবস্থান সময়-চিহ্নসহ (মে ২০২৬-এ চতুর্থ)।

১৭তম বিসিএস: শান্তিরক্ষা কর্মকাণ্ডের সফলতার মূল্যায়ন।

- সফলতা: নামিবিয়া, কম্বোডিয়ায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন; ১৯৮৮-এর নোবেল।
- ব্যর্থতা: রুয়ান্ডা (১৯৯৪), স্রেব্রেনিৎসা (১৯৯৫); কারণ দুর্বল ম্যান্ডেট আর বড় শক্তির অনীহা।
- শেষে ভারসাম্যপূর্ণ মত, এক অনুচ্ছেদে।

তথ্যসূত্র: জাতিসংঘ সনদ, অধ্যায় ৬ ও ৭; নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ১১২১ (১৯৯৭); জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বিভাগ; বাংলাদেশ মিশনের বিজ্ঞপ্তি (৬ জুন ২০২৬); জাতিসংঘ সংবাদ (বেনিন দুর্ঘটনা, ডিসেম্বর ২০০৩)।

অনুচ্ছেদ ৭

বিশেষায়িত সংস্থা ১: শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও শ্রম

Specialized Agencies: UNESCO, WHO, FAO, IFAD, ILO

> ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯, প্যারিসে UNESCO-র ৩০তম সাধারণ সম্মেলন। প্রস্তাবটি বাংলাদেশের, সঙ্গে সহ-প্রস্তাবক প্রায় ২৮টি দেশ; ১২ নভেম্বর দ্বিতীয় কমিশনে সেটি তুলেছিলেন ইউনেস্কোয় বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী। সেদিন সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব পাস হলো, আর আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি হয়ে গেল **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস**, পালন শুরু ২০০০ সাল থেকে। যে সংস্থার সভায় এটা হলো, সেই UNESCO জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা।

বিশেষায়িত সংস্থা (Specialized Agency): আলাদা আন্তর্জাতিক চুক্তিতে গড়া স্বাধীন সংস্থা, যা সনদের ধারা ৫৭ ও ৬৩ অনুযায়ী চুক্তি করে জাতিসংঘের সঙ্গে যুক্ত। এদের নিজস্ব সদস্য, বাজেট আর প্রধান আছে; কাজের সমন্বয় করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ।

সহজ কথায়, এরা জাতিসংঘ পরিবারের সদস্য, কিন্তু নিজের ঘরের মালিক নিজেরাই। তহবিল ও কর্মসূচি (যেমন UNICEF, UNDP) আলাদা জিনিস: সেগুলো সাধারণ পরিষদের হাতে গড়া, জাতিসংঘেরই অংশ (তহবিল ও কর্মসূচির অনুচ্ছেদ দেখুন, পৃ. ২৬)।

৭.১ পনেরোটি বিশেষায়িত সংস্থা

জাতিসংঘ জন্মের আগেই পৃথিবীতে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করছিল, যেমন শ্রম, ডাক আর টেলিগ্রাফের সংস্থা। ১৯৪৫ সালের পরে এগুলোকে ভেঙে নতুন করে না গড়ে চুক্তির মাধ্যমে জাতিসংঘের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। পরে নতুন সংস্থাও একই পথে যোগ হয়। এখন এমন সংস্থা ১৫টি:

- FAO, বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO), কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD), শ্রম সংস্থা (ILO), মুদ্রা তহবিল (IMF)

পরীক্ষায় যা এসেছে

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান নয়
WTO
[৫০ প্রিলি] → পৃ. ২০

IFAD কাজ করে SDG-র
১ ও ২
[৫০ প্রিলি] → পৃ. ২০

UNESCO-র অধরা ঐতিহ্যে
বাউল গান, জামদানি
[৫০ প্রিলি] → পৃ. ২০

২১ ফেব্রুয়ারির স্বীকৃতি দেয়
UNESCO
[৪৮ ও ৩৪ প্রিলি] → পৃ. ২০

বাংলাদেশ ILO-র সদস্য
১৯৭২
[৪৬ প্রিলি] → পৃ. ২০

মানবতার ঐতিহ্য কোন গান
বাউল গান
[৪৬ প্রিলি] → পৃ. ২০

স্বীকৃতির তারিখ
১৭ নভেম্বর
[৪৪ প্রিলি] → পৃ. ২০

- নৌ সংস্থা (IMO), ITU, UNESCO, শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO), জাতিসংঘ পর্যটন (UN Tourism)
- বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU), WHO, মেধাসম্পদ সংস্থা (WIPO), আবহাওয়া সংস্থা (WMO), বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠী

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও শ্রমের পাঁচটি সংস্থা নিচে; যোগাযোগ, কারিগরি ও শিল্পের সংস্থাগুলো বিশেষায়িত সংস্থা ২: যোগাযোগ, কারিগরি, শিল্প ও পরমাণু, পৃ. ২৩।

৭.২ UNESCO

যুদ্ধ শেষ হতেই নেতারা বুঝলেন, শুধু সেনা আর চুক্তি দিয়ে শান্তি টেকে না। তাই ১৯৪৫ সালে গড়া হলো শিক্ষা, বিজ্ঞান আর সংস্কৃতির সংস্থা UNESCO। এর সংবিধানের প্রস্তাবনা বলে, যুদ্ধের শুরু মানুষের মনে, তাই শান্তির প্রতিরক্ষাও গড়তে হবে মানুষের মনে। বাংলাদেশের কাছে সংস্থাটি বিশেষ পরিচিত, কারণ ভাষা আন্দোলনের দিনটিকে বিশ্বের সামনে এনেছে এই সংস্থাই।

- UNESCO-র সদর দপ্তর **প্যারিসে** [২৫ প্রিলি]।
- ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেয় **UNESCO** [৪৮ ও ৩৪ প্রিলি]।
- ঘোষণাটি আসে UNESCO-র সাধারণ সম্মেলনে, **১৭ নভেম্বর** তারিখে [৪৪ প্রিলি]।
- স্বীকৃতির সাল **১৯৯৯** [২৬ প্রিলি]; বিশ্বজুড়ে দিবসটি পালন শুরু হয় ২০০০ সাল থেকে।
- UNESCO যে বাংলা গানকে মানবতার ঐতিহ্য ঘোষণা করে, তা **বাউল গান** [৪৬ প্রিলি]।
- UNESCO-র তালিকায় বাংলাদেশের পুরো ঐতিহ্য নিচে তিন ঘরে।

৭.৩ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংবিধান কার্যকর হয় ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল, তাই এই দিনটি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। কোনো রোগ দেশের সীমা ছাড়িয়ে ছড়ালে বিশ্বকে সতর্ক করা এর বড় কাজ, যেমন কোভিড-১৯-এর সময়।

জাতিসংঘের সংস্থা নয়
ASEAN আঞ্চলিক ফোরাম
[৪৩ প্রিলি] → পৃ. ২১

করোনাকে মহামারি ঘোষণা
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
[৪১ প্রিলি] → পৃ. ২০

জাতিসংঘের সহযোগী নয়
ASEAN
[৩৮ প্রিলি] → পৃ. ২১

FAO-র সদর দপ্তর
রোম
[২৯, ২৩, ১৯ প্রিলি] → পৃ. ২০

স্বীকৃতির সাল
১৯৯৯
[২৬ প্রিলি] → পৃ. ২০

UNESCO-র সদর দপ্তর
প্যারিস
[২৫ প্রিলি] → পৃ. ২০

মনে রাখুন

- সংস্থার প্রতিষ্ঠার দিনেই দিবস: ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস।
- রোমে জাতিসংঘের তিন খাদ্য-সংস্থা: FAO, IFAD আর বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)।
- IFAD আলাদা বিশেষায়িত সংস্থা, বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠীর অংশ নয়।
- কোনো সংস্থা বিশেষায়িত সংস্থা কি না, তা ঠিক হয় সনদের ধারা ৫৭ ও ৬৩ অনুযায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সঙ্গে করা সম্পর্কচুক্তিতে, নাম বা শহর দেখে নয়।

- ১১ মার্চ ২০২০ করোনাভাইরাসকে বৈশ্বিক মহামারি (Pandemic) ঘোষণা করে **বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা** [৪১ প্রিলি]।
- এই জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়া হয় ৫ মে ২০২৩।
- বাংলাদেশ ২০২৩ সালে WHO-র কাছ থেকে গোদ রোগ (লিম্ফেটিক ফাইলেরিয়াসিস) নির্মূলের স্বীকৃতি পায়।

৭.৪ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ও IFAD

ক্ষুধার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কাজ ভাগ করা আছে রোমের তিন সংস্থায়। FAO গড়া হয় ১৬ অক্টোবর ১৯৪৫, যে দিনটি এখন বিশ্ব খাদ্য দিবস। FAO কৃষি নিয়ে তথ্য, নীতি আর কারিগরি সাহায্য দেয়। ১৯৭৪ সালের বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনের পরে দেখা গেল, গ্রামের দরিদ্র কৃষকের হাতে সরাসরি টাকা পৌঁছানো দরকার। তাই ১৯৭৭ সালে গড়া হলো IFAD, যা ক্ষুদ্র কৃষককে ঋণ ও অনুদান দেয়।

- FAO-র সদর দপ্তর ইতালির **রোমে** [২৯, ২৩, ১৯ প্রিলি]।
- IFAD কাজ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের **১ (দারিদ্র্য দূর) আর ২ (ক্ষুধা দূর)** নিয়ে [৫০ প্রিলি]।
- নামে "তহবিল" হলেও IFAD **বিশেষায়িত সংস্থা**, বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠীর অংশ নয়।

৭.৫ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা জাতিসংঘের চেয়েও পুরোনো। ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তির অংশ হিসেবে এর জন্ম, আর ১৯৪৬ সালে এটি জাতিসংঘের প্রথম বিশেষায়িত সংস্থা হয়। এর বৈঠকে সরকার, মালিক আর শ্রমিক তিন পক্ষই সমান ভূমিকায় বসে; এমন ত্রিপক্ষীয় গড়ন আর কোনো সংস্থার নেই। স্বাধীনতার পরের বছরেই বাংলাদেশ এতে যোগ দেয়।

- বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য হয় **১৯৭২** সালে (২২ জুন) [৪৬ প্রিলি]।
- ILO শান্তিতে নোবেল পায় ১৯৬৯ সালে।

৭.৬ যা জাতিসংঘের নয়

নাম শুনে বা শহর দেখে কোনো সংস্থাকে জাতিসংঘের বলে ধরা যায় না। সংস্থাটি সনদের ধারা ৫৭ ও ৬৩ অনুযায়ী চুক্তি করে যুক্ত হয়েছে কি না, সেটাই আসল। WTO জেনেভায় থাকলেও জাতিসংঘের সঙ্গে তার আছে শুধু সহযোগিতার চুক্তি। ASEAN আর ASEAN আঞ্চলিক ফোরাম একটি অঞ্চলের দেশগুলোর জোট।

- জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান নয়: **WTO** [৫০ প্রিলি]।
- রেডক্রস (ICRC) জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা নয়।
- জাতিসংঘের সংস্থা নয়: **ASEAN আঞ্চলিক ফোরাম (ARF)** [৪৩ প্রিলি]।
- জাতিসংঘের সহযোগী নয়: **ASEAN**, একটি আঞ্চলিক জোট [৩৮ প্রিলি]।
- IAEA, অভিবাসন সংস্থা (IOM) আর রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা (OPCW) জাতিসংঘের "সম্পর্কিত সংস্থা", বিশেষায়িত নয়।

বিশেষায়িত সংস্থা (১ম ভাগ): কবে, কোথায়, কে প্রধান

সংস্থা	প্রতিষ্ঠা	সদর দপ্তর	প্রধান (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)	বাংলাদেশ সদস্য
UNESCO	১৯৪৫ (কার্যকর ১৯৪৬)	প্যারিস	খালেদ এল-এনানি (মিসর), ২০২৫ থেকে	২৭ অক্টোবর ১৯৭২
WHO	১৯৪৮	জেনেভা	তেদরোস আধানম গেব্রেয়েসাস (ইথিওপিয়া), ২০১৭ থেকে	১৯ মে ১৯৭২
FAO	১৬ অক্টোবর ১৯৪৫	রোম	কু দোংইউ (চীন), ২০১৯ থেকে	১২ নভেম্বর ১৯৭৩
ILO	১৯১৯	জেনেভা	গিলবার্ট এফ. হুংবো (টোগো), ২০২২ থেকে	২২ জুন ১৯৭২

বিশ্ব ঐতিহ্য	অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	প্রামাণ্য ঐতিহ্য
বাগেরহাটের মসজিদের শহর, ষাট গম্বুজ মসজিদসহ (১৯৮৫)	**বাউল গান** (২০০৮), **জামদানি** বয়ন শিল্প (২০১৩) [৫০ প্রিলি]	বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, "মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড" রেজিস্টারে (৩০ অক্টোবর ২০১৭)
পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার (১৯৮৫)	পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা (২০১৬), সিলেটের শীতলপাটি বয়ন (২০১৭)	
সুন্দরবন (১৯৯৭)	ঢাকার রিকশা ও রিকশাচিত্র (২০২৩)	

পরীক্ষার ফাঁদ

সংস্থা	সদর দপ্তর
FAO	**রোম**
আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD)	**রোম**
জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO)	**প্যারিস**
WHO	**জেনেভা**
ILO	**জেনেভা**

শহর-সূত্র: খাদ্যের সংস্থা রোমে; FAO-কে অনেকে জেনেভায় ভাবেন।

বিষয়	ঘোষণা বা গঠন	পালন বা জাতিসংঘের অংশ
মাতৃভাষা দিবস	**১৯৯৯**	**২০০০**
ILO	**১৯১৯**	**১৯৪৬**

ILO জাতিসংঘের চেয়ে পুরোনো, তাই ১৯৪৫ বা ১৯৪৬ তার জন্মসাল নয়।

মনে রাখার সাল

সাল	ঘটনা
১৯১৯	ILO গঠন, ভার্সাই চুক্তির অংশ হিসেবে
১৯৪৬	ILO জাতিসংঘের প্রথম বিশেষায়িত সংস্থা
১৯৭২	বিশ্ব ঐতিহ্য কনভেনশন
১৯৭৪	বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন, যার সিদ্ধান্তে IFAD
২০২০	কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারি ঘোষণা (১১ মার্চ)
২০২৩	কোভিডের জরুরি অবস্থার অবসান (৫ মে)

আরও যা আসতে পারে

- কালাজ্বর নির্মূলে WHO-র স্বীকৃতি পাওয়া বিশ্বের প্রথম দেশ বাংলাদেশ (অক্টোবর ২০২৩)।
- WHO-র মহামারি মোকাবিলার চুক্তি (WHO Pandemic Agreement) বিশ্ব স্বাস্থ্য সমাবেশে গৃহীত হয় ২০ মে ২০২৫।
- UNESCO-র এখনকার মহাপরিচালক খালেদ এল-এনানি প্রথম আরব মহাপরিচালক (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

২৪তম বিসিএস: ILO-র সদর দপ্তর কোথায়?

- সুইজারল্যান্ডের জেনেভা। এক লাইনে যোগ করুন: প্রতিষ্ঠা ১৯১৯, লীগ অব নেশনসের আমলের একমাত্র টিকে থাকা সংস্থা।

১১তম বিসিএস: UNESCO-র চারটি উদ্দেশ্য।

- শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি আর যোগাযোগের মাধ্যমে দেশগুলোর সহযোগিতা বাড়িয়ে শান্তি রক্ষা।
- সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা।
- বিশ্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণ (বাংলাদেশের উদাহরণ: ষাট গম্বুজ মসজিদ, সুন্দরবন, পাহাড়পুর)।

লিয়ানা বুকস

- তথ্যের অবাধ প্রবাহ; বাংলাদেশের উদাহরণে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (১৯৯৯)।

তথ্যসূত্র: জাতিসংঘ সনদ, ধারা ৫৭ ও ৬৩; ইউনেস্কো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সংবিধান; ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনের ১৯৯৯ সালের সিদ্ধান্ত; ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য ও অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকা।

অনুচ্ছেদ ৮

বিশেষায়িত সংস্থা ২: যোগাযোগ, কারিগরি, শিল্প ও পরমাণু

Specialized Agencies: ITU, UPU, ICAO, IMO, WMO, WIPO, UNIDO, UN Tourism, IAEA

> বিদেশে থাকা কাউকে চিঠি পাঠাতে খামে ডাকটিকিট লাগিয়ে দিলেই চিঠি পৌঁছে যায় অন্য দেশের ডাকঘরে। দেশে দেশে ডাক আদান-প্রদানের এই ব্যবস্থা দেখে সুইজারল্যান্ডের বার্নে থাকা বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU), আর আকাশপথে একই কাজ করে মন্ট্রিয়লের ICAO। দুটিই জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা। তাদের নামে বছরে দুটি দিবসও আছে: ৯ অক্টোবর বিশ্ব ডাক দিবস, ৭ ডিসেম্বর বেসামরিক বিমান চলাচল দিবস।

সম্পর্কিত সংস্থা (Related Organization): জাতিসংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করে, কিন্তু পনেরো বিশেষায়িত সংস্থার তালিকায় নেই, এমন আন্তর্জাতিক সংস্থা। যেমন IAEA, যা সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ দুই জায়গাতেই প্রতিবেদন দেয়।

সহজ কথায়, পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তবে পনেরো জনের তালিকায় নাম নেই।

৮.১ যোগাযোগ ও যাতায়াত

চিঠি, টেলিগ্রাম, বিমান আর জাহাজ, সবই এক দেশের সীমা পেরিয়ে আরেক দেশে যায়। তাই এসব কাজে সবার মানা একই নিয়ম দরকার, আর সেই নিয়ম বানাতেই এখানকার সংস্থাগুলোর জন্ম। এদের দুটি জাতিসংঘের চেয়ে অনেক পুরোনো। ITU-এর জন্ম ১৮৬৫ সালে প্যারিসে, "আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন" নামে; জাতিসংঘ পরিবারে এটিই সবচেয়ে পুরোনো। এখন এর কাজ বেতার তরঙ্গ আর উপগ্রহের কক্ষপথ ভাগ করা, মোবাইল প্রজন্মের মান ঠিক করা।

- মোবাইলের 4G মান (IMT-Advanced) তৈরিতে যুক্ত প্রতিষ্ঠান **ITU** [৪৪ প্রিলি]।
- বিশ্ব ডাক ইউনিয়নের সংক্ষিপ্ত রূপ **UPU**; জন্ম ১৮৭৪ সালে, সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের বার্নে।
- ICAO-র চুক্তি হয় শিকাগোতে (১৯৪৪), কিন্তু দপ্তর কানাডার **মন্ট্রিয়লে**।
- IMO-র দপ্তর **লন্ডনে**; এটি জাহাজের নিরাপত্তা আর সমুদ্রদূষণ রোধের নিয়ম করে। সমুদ্রসীমার বিরোধ এর কাজ নয় (আদালতের অনুচ্ছেদ দেখুন, পৃ. ১৪)।

পরীক্ষায় যা এসেছে

জাতিসংঘ পর্যটনের সদর দপ্তর
মাদ্রিদ
[৪৭ প্রিলি] → পৃ. ২৪

4G মান তৈরিতে যুক্ত
ITU
[৪৪ প্রিলি] → পৃ. ২৩

WIPO-র সদর দপ্তর
জেনেভা
[৪২, ৩৫, ২৯ প্রিলি] → পৃ. ২৪

UNEP ও WMO মিলে গড়ে
IPCC
[৩৭ প্রিলি] → পৃ. ২৪

IAEA-র সদর দপ্তর
ভিয়েনা
[৩৬, ২১, ১১ ও ১৩ প্রিলি] → পৃ. ২৪

IAEA-র প্রধান (এখন)
রাফায়েল গ্রসি
[২৬ প্রিলি] → পৃ. ২৪

মনে রাখুন

- জাতিসংঘ পরিবারে সবচেয়ে পুরোনো সংস্থা ITU, জন্ম ১৮৬৫ সালে।
- যুক্তরাজ্যে (লন্ডনে) সদর দপ্তর থাকা একমাত্র বিশেষায়িত সংস্থা IMO।
- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেল (IPCC) গড়েছে UNEP আর WMO।
- দিবস: ১৭ মে টেলিযোগাযোগ, ৯ অক্টোবর ডাক, ২৩ মার্চ আবহাওয়া, ২৬ এপ্রিল মেধাসম্পদ, ৭ ডিসেম্বর বেসামরিক বিমান চলাচল, ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যটন।

৮.২ আবহাওয়া, মেধাসম্পদ, শিল্প, পর্যটন

আবহাওয়া কোনো সীমানা মানে না, তাই বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) দেশগুলোর মধ্যে তথ্য ভাগাভাগির ব্যবস্থা করে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিজ্ঞান এক জায়গায় জড়ো করতে ১৯৮৮ সালে WMO আর জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি একসঙ্গে একটি প্যানেল গড়ে। উদ্ভাবকের অধিকার রক্ষা দেখে বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা (WIPO), শিল্পায়নে সাহায্য করে UNIDO, আর পর্যটন দেখে জাতিসংঘ পর্যটন।

- UNEP আর WMO মিলে গঠন করে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেল, **IPCC** (Intergovernmental Panel on Climate Change) [৩৭ প্রিলি]। IPCC ২০০৭ সালে শান্তিতে নোবেল পায়।
- WIPO-র সদর দপ্তর **জেনেভায়** [৪২, ৩৫, ২৯ প্রিলি]।
- UNIDO-র প্রধান কার্যালয় **ভিয়েনায়** [১৩ প্রিলি]।
- জাতিসংঘ পর্যটনের (আগের নাম বিশ্ব পর্যটন সংস্থা, UNWTO) সদর দপ্তর স্পেনের **মাদ্রিদে** [৪৭ প্রিলি]।
- আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আর বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠীও বিশেষায়িত সংস্থা, দুটোরই সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি (অর্থনৈতিক সংস্থার অধ্যায় দেখুন)।

৮.৩ আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA)

১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার জাতিসংঘে "শান্তির জন্য পরমাণু" (Atoms for Peace) নামে একটি ভাষণ দেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল, পরমাণু শক্তি যাবে বিদ্যুৎ আর চিকিৎসায়, অস্ত্রে নয়, আর তা দেখবে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। সেই ভাবনা থেকে ১৯৫৭ সালের ২৯ জুলাই আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (International Atomic Energy Agency) গড়া হয়। কাজ তিনটি: পরমাণুর শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বাড়ানো, পারমাণবিক অস্ত্র যেন না ছড়ায় সে জন্য পরিদর্শন (সেফগার্ড), আর চুল্লির নিরাপত্তা-মান ঠিক করা।

- IAEA-র সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার **ভিয়েনায়** [৩৬, ২১, ১১ প্রিলি]।
- এখনকার মহাপরিচালক **রাফায়েল মারিয়ানো গ্রসি** (আর্জেন্টিনা), ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত) [২৬ প্রিলি]। তিনি জাতিসংঘের দশম মহাসচিব পদেরও একজন প্রার্থী।
- ২০০৫ সালে IAEA আর তখনকার মহাপরিচালক মোহাম্মদ আল-বারাদি (মিসর, ১৯৯৭-২০০৯) যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পান। ২৬তম বিসিএসের সময় প্রধান ছিলেন তিনিই।

কেন হয়: যোগাযোগ, কারিগরি ও পরমাণুর বেশির ভাগ সংস্থা জেনেভা বা ভিয়েনায়। সুইজারল্যান্ড আর অস্ট্রিয়া নিরপেক্ষ দেশ, তাই সব পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য জায়গা। জেনেভা আবার লীগ অব নেশনসের পুরোনো কেন্দ্র, ফলে পুরোনো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সেখানেই থেকে যায়।

বিশেষায়িত সংস্থা (২য় ভাগ): কবে, কোথায়, কী কাজ

সংস্থা	প্রতিষ্ঠা	সদর দপ্তর	পরিচিত কাজ
ITU	১৮৬৫	জেনেভা	মোবাইল প্রজন্মের মান
UPU	১৮৭৪	বার্ন	দেশে দেশে ডাক যোগাযোগ
ICAO	চুক্তি ১৯৪৪, চালু ১৯৪৭	মন্ট্রিয়ল	বেসামরিক বিমান চলাচল
IMO	চুক্তি ১৯৪৮, কার্যকর ১৯৫৮	লন্ডন	জাহাজের নিরাপত্তা
WMO	১৯৫০	জেনেভা	আবহাওয়া, IPCC গঠন
WIPO	চুক্তি ১৯৬৭, কার্যকর ১৯৭০	জেনেভা	পেটেন্ট, কপিরাইট
UNIDO	১৯৬৬	ভিয়েনা	শিল্পায়ন
জাতিসংঘ পর্যটন	১৯৭৫	মাদ্রিদ	পর্যটন
IAEA	১৯৫৭	ভিয়েনা	পরমাণু পরিদর্শন

জেনেভা	ভিয়েনা	অন্য শহর
ITU, WMO, WIPO, WHO, ILO, UNHCR, UNCTAD, মানবাধিকার পরিষদ	IAEA, UNIDO, মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর (UNODC), পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি সংস্থার প্রস্তুতি কমিশন (CTBTO)	রোম: FAO, IFAD। প্যারিস: UNESCO। বার্ন: UPU। লন্ডন: IMO। মন্ট্রিয়ল: ICAO। মাদ্রিদ: জাতিসংঘ পর্যটন। ওয়াশিংটন ডিসি: IMF, বিশ্বব্যাংক।

পরীক্ষার ফাঁদ

বিষয়	বিশেষায়িত সংস্থা	সম্পর্কিত সংস্থা
উদাহরণ	UPU, ICAO, আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU)	**IAEA**
চুক্তির ধরন	ধারা ৫৭ ও ৬৩ অনুযায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সঙ্গে চুক্তি	ওই চুক্তি নয়, আলাদা সম্পর্ক-চুক্তি

IAEA-কে অনেকে বিশেষায়িত সংস্থা ভাবেন।

সংস্থা	চুক্তির শহর	দপ্তরের শহর
ICAO	**শিকাগো**	**মন্ট্রিয়ল**

শিকাগো চুক্তির নাম দেখে ICAO-কে শিকাগোতে ভাবা ভুল; তেমনি UPU জেনেভায় নয়, বার্নে, আর জাতিসংঘ পর্যটন মাদ্রিদে।

মনে রাখার সাল

সাল	ঘটনা
১৮৬৫	ITU (১৭ মে, প্যারিস)
১৮৭৪	UPU (৯ অক্টোবর, বার্ন চুক্তি)
১৯৪৪	শিকাগো কনভেনশন, ব্রেটন উডস সম্মেলন
১৯৫৩	"শান্তির জন্য পরমাণু" ভাষণ
১৯৬৭	WIPO কনভেনশন, স্টকহোম
১৯৮৫	UNIDO বিশেষায়িত সংস্থা হয়
১৯৮৮	IPCC গঠন

আরও যা আসতে পারে

- ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্যের আন্তর্জাতিক নিবন্ধন-ব্যবস্থা চালায় WIPO।
- বিশ্ব উদ্ভাবন সূচক (Global Innovation Index) প্রকাশ করে WIPO; ২০২৪ সালে শীর্ষে সুইজারল্যান্ড।
- বিশ্ব পর্যটন সংস্থার নাম বদলে জাতিসংঘ পর্যটন হয় জানুয়ারি ২০২৪ সালে।
- IAEA প্রধান রাফায়েল গ্রসি জাতিসংঘ মহাসচিব পদের প্রার্থী (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত; মহাসচিবের অনুচ্ছেদ দেখুন, পৃ. ১২)।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

২৯ ও ২৪তম বিসিএস: IAEA-র পূর্ণ নাম ও সদর দপ্তর।

- International Atomic Energy Agency (আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা); ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।
- এক লাইনে কাজ: পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার আর অস্ত্র বিস্তার রোধে পরিদর্শন; বাংলাদেশের উদাহরণ রূপপুর।

লিয়ানা বুকস